দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ

[মসজিদে খুৎবার পূর্বে আলোচনার জন্য প্রণীত]

দুর্নীতি দমন কমিশন
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা

দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ [মসজিদে খুৎবার পূর্বে আলোচনার জন্য প্রণীত]।
প্রণয়নে : **ড. আব্দুল্লাহ আল মা'রুফ**।
প্রকাশকাল : মার্চ ২০১১, চৈত্র ১৪১৭, রবিউস সানি ১৪৩২,
প্রকাশক : **দুর্নীতি দমন কমিশন**, সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০।
মুদ্রণ ও বাঁধাই : ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

বিনা মূল্যে বিতরণের জন্য

DURNITIR PARINAM BHAYABAHA (The Terrible Consequences of Corruption). Written by **Dr. Abdullah Al Maruf** and published by Anti-Corruption Commission, Segun Bagicha, Dhaka-1000. **Phone** : +88029353004-8

Website : www.acc.org.bd

For free distribution only

www.WaytoJannah.Com

بسم الله الرحمٰن الرحيم

খতিব
বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ

বাণী

نحمده ونصلّى ونسلّم على رسوله الكريم وآله وصحبه أجمعين

আল্লাহ্ তা'আলার অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি যে, তিনি আমাদেরকে সহীহ রাস্তায় চলার জন্য পবিত্র কুরআন-সুন্নাহ্র মাধ্যমে হেদায়াত দিয়েছেন। আমাদের জাতীয় জীবনেও বিভিন্ন সঙ্কট উত্তরণে এই পথ-নির্দেশনা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দেশে বেশ কিছু বছর ধরে যেভাবে দুর্নীতির খবর প্রকাশ পাচ্ছে তাতে আতঙ্কিত না হয়ে পারা যায় না। এই সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ে সরকার ও দুদক এবং অন্যান্য ব্যক্তি ও সংস্থা অনেক পদক্ষেপ নিচ্ছেন। এখন জুম'আর খুতবার বিষয়সূচিতে এই ইস্যুটি সন্নিবেশিত করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে তা জেনে আমি আনন্দিত। দেশের বিশিষ্ট আলেম ড. আব্দুল্লাহ্ আল্-মা'রূফ কর্তৃক প্রণীত এই পুস্তকটি আমি পড়ে আশ্বস্ত হয়েছি যে, এতে দেশের প্রায় ৩ লক্ষ মসজিদের ইমামগণ কুরআন ও হাদীসের বেশ কিছু প্রাসঙ্গিক মূল্যবান উদ্ধৃতি পাবেন এবং এটি দুর্নীতি দমনে আলেমদের ভূমিকা রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হবে। আশা করি দেশের সম্মানিত আলেম ও ইমামগণ এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ তাদের বক্তব্য ও ভাষণে এই প্রসঙ্গটি এনে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উচ্ছেদের এই প্রয়াসে মূল্যবান ভূমিকা রাখবেন। এটি আমাদের সকলের নৈতিক ও ঈমানী দায়িত্ব।

আমি এ ধরনের একটি পুস্তক প্রকাশ ও ব্যাপকভাবে বিতরণের জন্য দুদকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই এবং পুস্তকটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

আল্লাহ্ আমাদেরকে দুনিয়া ও আখেরাতে কামিয়াবি দান করুন। আমীন!

(প্রফেসর মাওলানা মোহাম্মদ সালাহউদ্দীন)

www.WaytoJannah.Com

بسم الله الرحمٰن الرحيم

চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

বাণী

আমরা আমাদের প্রিয় স্বদেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধি একান্তভাবে কামনা করি। কিন্তু দুঃখজনক হলেও দেশে নানা ধরণের দুর্নীতি এমন ভয়াবহরূপ ধারণ করেছে যে, জাতির অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সকল প্রচেষ্টাই দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে।

দুর্নীতির বহু কারণ থাকতে পারে। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এর মূল কারণ হচ্ছে মানুষের সীমাহীন লোভ। প্রবৃত্তির এই উদগ্র আবেদনকে অগ্রাহ্য করতে না পেরে অনেকেই সম্পদ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ধ্বংসাত্মক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। জাগতিক আইন, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সবকিছু এই সব অসৎ লোকদের এই হীন কাজ থেকে নিবৃত্ত করতে সম্পূর্ণ সক্ষম হয় না।

মানুষের মনজগতে পরিশুদ্ধতা না আসলে তার চিন্তা-চেতনার মধ্যেও পরিবর্তন আসে না। ধর্মীয় অনুশাসন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। এ কারণেই শতকরা প্রায় ৯০% নাগরিক মুসলিম হওয়ায় এদেশের মানুষের মনে ইসলামের নির্দেশনা বহুলাংশে কার্যকর হয়ে থাকে। সাপ্তাহিক জুম'আর সালাতে সর্বস্তরের জনগণের যে সমাবেশ হয়, এতে ইমাম সাহেবের দিক নির্দেশনামূলক ভাষণ মুসল্লীদের মনে গভীর রেখাপাত করে থাকে। ইমাম সাহেবগণ সাধ্যমত মানুষকে বোঝাতে চেষ্টা করে থাকেন। সমাজকে দুর্নীতির অভিশাপ থেকে মুক্ত করার এই প্রয়াসকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উদ্ধৃতির সহযোগে প্রণীত প্রমিত খুতবা সারা দেশের ইমামদের নিকট সরবরাহের এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের বিশিষ্ট আলেম ড. আব্দুল্লাহ্ আল্-মা'রুফ পুস্তকটি যত্নসহকারে প্রণয়ন করে দেয়ার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

আশা করছি, দেশের সম্মানীয় ইমামগণ জুম'আর আনুষ্ঠানিক আরবী খুতবার আগে এই গ্রন্থটির কিছু কিছু অংশ পাঠ করে শোনাবেন বা এর আলোকে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করবেন। এতে সমাজের বিবেকবান মানুষের মধ্যে আরও সচেতনতা সৃষ্টি হবে এবং আমরা সম্মিলিত প্রয়াসে দুর্নীতি দমনে সফল হব।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে দুর্নীতিমুক্ত ও পূণ্যময় জীবন যাপনের মাধ্যমে ইহ্-পারলৌকিক সফলতা দান করুন। আমীন।

(গোলাম রহমান)

www.WaytoJannah.Com

জুম'আর নামাযের খুতবার পূর্বে সম্মানিত খতীব/ইমাম সাহেবকে জাতীয় বিষয় হিসেবে আলোচনার অনুরোধ

দুর্নীতির পরিণাম ভয়াবহ

نحمده ونصلّى ونسلّم على رسوله الكريم وآله وأصحابه أجمعين

দুর্নীতি একটি সামাজিক অভিশাপ। কোন জাতির ধ্বংসের পূর্বে তাদের মধ্যে দুর্নীতি মহামারীর মত বিস্তার লাভ করে থাকে। আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন যুগে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে শাস্তি দেওয়ার প্রেক্ষাপট বর্ণনা করে আল-কুরআনে বলেন :

اَلَّذِيْنَ طَغَوْا فِى الْبِلَادِ ، فَاَ كْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ، إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ .

"যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং তাতে বড় বেশি দুর্নীতি করেছে, তখন তাদের ওপর তোমার প্রভু শাস্তির কষাঘাত হানলেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক পর্যবেক্ষণ করছেন" (আল-কুরআন, ৮৯ : ১১-১৪)

এই আয়াতে দেশে দেশে যারা আইন ও অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করে, মহান আল্লাহ্র বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং এই দুর্নীতি বিস্তারের ক্ষেত্রে সাহায্য করে অর্থাৎ যাদের কারণে দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকে পড়ে তখন আল্লাহ্ তা'আলা ওই দেশ ও জাতির ওপর নারাজ হন এবং তাদেরকে নানাভাবে শাস্তি দেন—এখানে আল্লাহ্র এই নীতির কথাই বলা হয়েছে।

সাধারণত পাপী বান্দাদেরকেই সমাজে পাপের পরিণাম ভোগ করতে হয়, কিন্তু যখন কোন পাপ আল্লাহ্র বান্দাগণ প্রকাশ্যে সর্বত্র চর্চা করতে থাকে তখন

www.WaytoJannah.Com

আল্লাহ্ তা'আলা চাবুক মারার মত ভয়াবহ শাস্তি দিয়ে থাকেন। এ জন্যই কুরআনে বলা হয়েছে : سَوْطَ عَذَابٍ বা শাস্তির চাবুক।

আজ সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির দাপট দেখতে পাই। কোন কাজে নিয়ম-নীতি বা আইনের বিধি-বিধান না মেনে নিজের স্বার্থে বেপরোয়া কাজ করে যাওয়াকে এক কথায় দুর্নীতি বলে। আইনকে ফাঁকি দিয়ে কখনও কখনও আল্লাহ্র বান্দাগণ তার পেশীশক্তির প্রভাব খাঁটিয়ে নিজের মতলব হাসিল করে থাকে। বর্তমানে আমরা দেখতে পাই, অবৈধ সিন্ডিকেট বা অসৎ ফায়দা হাসিলের জন্য ব্যবসায়িক দুষ্টচক্র সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বাড়ানো হচ্ছে, খাদ্য, ওষুধ, নির্মাণ সামগ্রীসহ নানা ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রায় সকল ভোগ্যপণ্যে ভেজাল মিশিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে অথবা সরকারী-বেসরকারী অফিসে কোন সুবিধা লাভের ক্ষেত্রে ঘুষের লেনদেন এখন অলিখিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষায় নকল, ভোটে কারচুপি, দলিল-দস্তাবেজে জালিয়াতি, শিক্ষাকে বাণিজ্য বানানো, অবৈধ দখলদারী, অযোগ্য লোককে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদান, অসামাজিক কাজে উৎসাহিত করা, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, আর্থিক অনিয়ম ইত্যাদি সকল প্রকার দুর্নীতি ইসলামে হারাম। আল্লাহ্ তা'আলা আল-কুরআনে বহুবার অন্যের অধিকার নষ্ট করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। সহজ ও সঠিক পথ অনুসরণ করার হুকুম দিয়েছেন। আমরা প্রতি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের সময় বলি : اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ "আমাদের সরল-সঠিক পথে পরিচালনা করুন।"

মহান আল্লাহ্ বলেন :

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰى اَهْلِهَا ، وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ - اِنَّ اللّٰهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ، اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًا بَصِيْرًا .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যার্পণ করতে। আর তোমরা যখন মানুষের মধ্যে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ্ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কতই উৎকৃষ্ট! আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (আল-কুরআন, ৪ : ৫৮)

মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ .

www.WaytoJannah.Com

"তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করো না এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করো না।" (আল-কুরআন. ২ : ৪২)

ভেজাল, জালিয়াতি ও সকল সামাজিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে মহান আল্লাহ্‌র এই হুকুম আমাদের মেনে চলতেই হবে। কারণ, বহু আয়াতে অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির বাণী উচ্চারিত হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَلاَ تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ·

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনে-শুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের কাছে পেশ করো না।"(আল-কুরআন, ২ : ১৮৮)

আল্লাহ্ তা'আলা আরও বলেন :

وَلاَ تَعْتَدُوْا اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ·

"তোমরা সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালবাসেন না।" (আল-কুরআন, ২ : ১৯০)

এই সীমা আইনের সীমা, ধর্মের সীমা, অধিকারের সীমা বা ধৈর্যের সীমা হতে পারে। হতে পারে তা ক্ষেতের আইল অথবা রাস্তার দুপাশের সীমানা, নদীর তীর অথবা বাড়ী-ঘর নির্মাণের আইনানুগ সীমানা। ব্যক্তিগত ও সামাজিক আচরণের সীমাও এর আওতায় আসতে পারে।

এ জন্যই প্রত্যাশার সীমা ছাড়িয়ে লোভে পড়ে হালাল রুজি ছেড়ে হারাম সম্পদ অর্জনও সীমালঙ্ঘন বটে।

মহান আল্লাহ্ আরো বলেন :

فَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّٰهُ حَلاَلاً طَيِّبًا وَّاشْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ·

www.WaytoJannah.Com

"আল্লাহ্ তোমাদের হালাল ও পবিত্র যা দিয়েছেন তা হতে আহার কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও নি'আমতের জন্য শোকর কর। যদি তোমরা কেবল তাঁরই 'ইবাদত করে থাক।" (আল-কুরআন, ১৬ : ১১৪)

দেখুন, এখানে মহান আল্লাহ্র একনিষ্ঠ ইবাদতের সাথে হালাল রুজির সম্পর্ক কীভাবে বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ্ যা কিছু নি'আমত হিসেবে আমাদেরকে দিয়েছেন তাতে সন্তুষ্ট থেকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করলে যে তা এক আল্লাহ্র ইবাদতেরই পরিপন্থী হয় তা এই আয়াতে মহান আল্লাহ্ সতর্ক করে দিয়েছেন। পেশীশক্তির প্রদর্শন বা অবৈধভাবে মানুষের অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে যারা বীরদর্প করে তাদের উদ্দেশে মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَلاَ تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلاَتَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ، اِنَّ اللّٰهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ .

"অহঙ্কারবশে তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উদ্ধতভাবে বিচরণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কোন উদ্ধত, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।" (আল-কুরআন, ৩১ : ১৮)

তিনি আরও বলেন :

وَلاَ تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلاً .

"ভূ-পৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করো না; তুমি তো কখনই পদভারে ভূ-পৃষ্ঠকে খণ্ড বিখণ্ড করতে পারবে না এবং উচ্চতায় তুমি কখনই পর্বত প্রমাণ হতে পারবে না।"' (আল-কুরআন, ১৭ : ৩৭)

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

مَنْ غَشَّى فَلَيْسَ مِنَّا .

"যে ব্যক্তি জালিয়াতি বা সঠিক তথ্য গোপন করল সে আমাদের সমাজভুক্ত নয়।"

তিনি আরও বলেন :

لاَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ .

www.WaytoJannah.Com

"যে লোক মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ তার ওপর দয়া করে না।" (হাদীসটি জাবির ইবন আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত, ইমাম আল-বুখারী,আল-আদাবুল মুফরাদ, অনুচ্ছেদ : ৫৩)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন :

اَلْمُؤْمِنُ غِرٌّ كَرِيْمٌ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَئِيْمٌ .

"মু'মিন ব্যক্তি সদয় ও ভদ্রস্বভাবের হয়ে থাকে আর পাপীষ্ঠ ব্যক্তি প্রতারক ও নীচ প্রকৃতির হয়ে থাকে।" (আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, ইমাম আল-বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, অনুচ্ছেদ : ১৯৭)

দুর্নীতিও এক ধরনের ধোঁকাবাজি যা মানুষের হক নষ্ট করে এবং প্রকৃত হকদার প্রতারিত হয়ে থাকে। তাই দুর্নীতি করা জাহান্নামী বান্দাদের কাজ।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اَلرَّاشِيْ وَالْمُرْتَشِيْ كِلاَهُمَا فِى النَّارِ .

"ঘুষ প্রদানকারী ও গ্রহণকারী উভয়ই জাহান্নামে যাবে।"

আনাস (রা) বর্ণনা করেন :

نُهِيْنَا اَنْ يَّبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

"আমাদেরকে গ্রামের উৎপাদিত পণ্য এককভাবে খরিদ করে নিয়ে শহুরেদের কাছে বিক্রয় (অবৈধ সিন্ডিকেট বা ব্যবসায়িক দুষ্ট চক্র) ব্যবস্থা নিষেধ করা হয়েছে।" (মুসলিম, কিতাবুল বুয়ূ', খ. ২, পৃ. ৪)

অপর হাদীসে বর্ণিত আছে :

لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ فِىْ بَعْضٍ .

"কোন শহরবাসী (এককভাবে অবৈধ সিন্ডিকেট বা ব্যবসায়িক দুষ্ট চক্র করে) গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রি করবে না। মানুষকে মুক্ত করে দাও, যাতে তারা একে অপরের মধ্যে স্বাধীন লেনদেন করে রিযিক হাসিল করতে পারে।" (প্রাগুক্ত)

www.WaytoJannah.Com

এ ছাড়া সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা) নাজাশ (نجش) বা দালালী করে পণ্যের দাম বাড়ানোকে প্রতারণামূলক কাজ বলেছেন এবং নিষিদ্ধ করেছেন। অনুরূপভাবে সিমসার (سمسار) বা দালালের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কৃষককে ঠকানোও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। (ইমাম মুসলিম, সহীহ মুসলিম, খ. ১০, পৃ. ১৬৪; ইবন আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস।

বস্তুতঃ দুর্নীতি একটি অনেক বড় গুনাহ। এ থেকে ফিরে আসার একমাত্র পথ হচ্ছে আখিরাতের চিন্তা করে মহান আল্লাহ্‌র সতর্কবাণী ও রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে তা কলব-এ ধারণ করে দেশের ভাল মানুষ তথা মহান আল্লাহ্‌র ভাল বান্দা হওয়ার চেষ্টা করা। এটা আমাদের সকলেরই দায়িত্ব।

মহান আল্লাহ্ বলেছেন :

بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ·

"হ্যাঁ, যে কেউ আল্লাহ্‌র নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে এবং সৎকর্মপরায়ণ হয় তার বিনিময় তার প্রতিপালকের নিকট রয়েছে এবং তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" (আল-কুরআন, ২ : ১১২)

অনেক সময় জিন জাতীয় শয়তানের সাথে মানুষ জাতীয় শয়তান মিলিত হয়ে মানুষকে হারাম পথে নিয়ে যাবার জন্য মনের মধ্যে আবেদন সৃষ্টি করে। এই খান্নাস থেকে আল্লাহ্‌র আশ্রয় গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। সূরা নাস-এ মহান আল্লাহ বলেন :

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - مَلِكِ النَّاسِ - اِلٰهِ النَّاسِ - مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ - الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ - مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ·

"বলুন (হে রাসূল !) আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতির, মানুষের মা'বূদ এর নিকট, আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার

www.WaytoJannah.Com

অনিষ্ট থেকে; যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে।" (আল-কুরআন, ১১৪ : ১-৬)

এই কুমন্ত্রণার স্বরূপ অন্য আয়াতে এসেছে :

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ، وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ .

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আর আল্লাহ্ প্রাচুর্যময় ও সর্বজ্ঞ।" (আল-কুরআন, ২ : ২৬৮)

এখানে শয়তান ভয় দেখায় যে, তুমি দুর্নীতি করে উপার্জন না করলে দরিদ্র হয়ে যাবে এবং অনেক অর্থ-বিত্ত থাকলে অনেক স্ফূর্তি করতে পারবে। ঠিক এর বিপরীত মহান আল্লাহ্ ওয়াদা করেছেন যে, তিনি বান্দাহকে ক্ষমা করে দেবেন সে পবিত্র হয়ে যায় এবং অনুগ্রহ তথা হালাল রুজি দেবেন যাতে সে দরিদ্র হয়ে না যায়। আয়াতের শেষে মহান আল্লাহ নিজেকে "প্রাচুর্যময়" বলে বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ্র ভাণ্ডারে কোন কিছুর অভাব নেই। তিনি হালাল উপার্জনের মাধ্যমে প্রচুর অর্থবিত্তের অধিকারী করে কাউকে বাদশাও বানাতে পারেন। এরপর তিনি নিজেকে "আলীম" বা সর্বজ্ঞ বলে জানিয়ে দিয়েছেন, কে কীভাবে বড়লোক হয় আল্লাহ্ সবই জানেন। তিনি জানেন, হালাল রুজিতে যে কী বরকত!

কাজেই সৎ উপার্জনে আল্লাহ্র অনুগ্রহ থাকে। আর অসৎপথে উপার্জন দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছনা, অপমান ও দুঃখ বয়ে-নিয়ে আসে। মহান আল্লাহ্র ওয়াদা ফেলে কোন মুমিন শয়তানের ভয়ে মিথ্যে ওয়াদার পথে পা বাড়াতে পারে না।

কাজেই আসুন! আমরা সমাজের সর্বস্তর থেকে দুর্নীতি দূর করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করি এবং এ লক্ষ্যে কাজ করি। আল্লাহ্ আমাদেরকে তাওফীক দিন, আমীন।

www.WaytoJannah.Com

ঘুষ

نحمده ونصلّى ونسلّم علىٰ رسوله الكريم وآلهٖ وأصحابهٖ أجمعين

আজ একটি সামাজিক ব্যাধির কথা আলোচনা করব। এ হচ্ছে ঘুষের লেনদেন।

ক্ষমতার অপব্যবহার একটি বড় দুর্নীতি। সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল পদে থেকে হারাম অর্থ গ্রহণই হচ্ছে ঘুষ। এই ঘুষ যারা দেয় তারাও সমান অপরাধী। বেআইনী ফায়দা হাসিলের জন্য যারা কর্তাব্যক্তিদেরকে বিভিন্ন সুবিধা বা টাকা পয়সা দিয়ে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে তারাও এই গুনাহ সংঘটনের অন্যতম শরীক। যারা ঘুষকে একটি অঘোষিত ব্যবস্থা হিসেবে প্রশ্রয় দেয় তারাও অপরাধী। দেখা যায় মাঝে মধ্যে 'বেড়ায় খেত খায়', রক্ষকই হয় ভক্ষক। ন্যায়কে যাদের লালন করার কথা তারাই অন্যায়কে ধারণ করছে। এভাবে দুর্নীতির ডালপালা সারা দেশে বিস্তার লাভ করছে।

ঘুষ বা উৎকোচ আসে নজরানার রূপ ধরে। একবার এক সরকারী ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হযরত উমর (রা)-কে কিছু উপহার দিলেন। উপহারগুলো দেখে হযরত উমর (রা) বলেছিলেন—"তুমি যে বললে এগুলো বায়তুলমালের আর এগুলো আমার উপহার ! তুমি এই পদ ছেড়ে বাপের ঘরে বসে থাক, দেখ তো কে তোমার জন্য উপহার নিয়ে আসে ?" সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার এই জ্ঞান ও সাহসের জন্যই মহানবী (সা) তাঁকে 'আল-ফারূক' উপাধি দিয়েছিলেন। কবি ফররুখ বলেছেন,

"আজকে উমর-পন্থী পথিক দিকে দিকে প্রয়োজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণপণ।"

কিন্তু হায় ! এখন মুসলিম অধ্যুষিত বাংলাদেশের এই সমাজের চিত্র দেখলে প্রশ্ন জাগে ইসলামের সেই মহান শিক্ষার প্রতিফলন কোথায় ? এ জন্যেই কবি নজরুল বলেছেন :

ইসলাম সে তো পরশ মানিক তারে কে পেয়েছে খুঁজি,
পরশে তাহার ধন্য যারা তাদেরই আমরা বুঝি।

www.WaytoJannah.Com

ইসলামের পরশ আমাদের কলব্-এ পৌঁছেনি বলেই আজ আমরা ঘুষকে উপহার ভাবি। অফিসের ফাইল ঘুষ না পেলে সামনে চলে না। যার ফলে দেশ ও জাতির কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হয় না। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে মেধাহীনদের রাজত্ব চলে। ঘুষ দিয়ে যে চাকুরী পেতে হয় সেই চাকুরীকে সেবা মনে করার কোন কারণ নেই। আর তাই ঘুষ দিয়ে শিক্ষকের চাকুরী পাওয়া লোকটির কাছ থেকে তার ছাত্ররা কতটুকু এলেমদার হবে তা নিয়ে মনে অনেক সংশয় থেকে যায়।

এই ঘুষের জামানায় পাকা দড়িবাজরা তরতর করে উপরে উঠে যাচ্ছে দেখে আল্লাহ্র নেক বান্দারা মাঝে মাঝে ভাবে, তবে কি নেক নিয়তের কি কোন দাম নেই ? এটা কি বোকামি ? কিন্তু তিতা ফলের চারা লাগিয়ে যেমন সুমিষ্ট ফলের আশা করা যায় না তেমনি দুর্নীতির মাধ্যমে গড়ে উঠা ব্যবস্থাপনার কাছে কোন কল্যাণ আশা করা যায় না। তাই ঘুষ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্ বলেন :

فَبَدَّلَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِىْ قِيْلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ·

"এরপর যালিমরা বদলে দিল যা তাদের বলা হয়েছিল। তার পরিবর্তে অন্য কথা। এ কারণে যারা যুলুম করল তাদের উপর নাযিল করলাম আকাশ হতে এক মহাশাস্তি। কারণ, তারা অধর্ম-অন্যায় কাজ করেছিলো।" (আল-কুরআন, ২ : ৫৯)

এ আয়াতে সত্যকে বদলে দেওয়ার শাস্তির উল্লেখ আছে। ঘুষও সত্যকে বদলে দেয়। পাসকে ফেল দেখিয়ে দেয়। একজন হকদারের হক বদলে দিয়ে অন্যকে অন্যায়ভাবে দেওয়া হয়।

অতীত যমানায় যারা ঘুষ গ্রহণ করত, দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে ধর্মের বাণীতে জালিয়াতি করত তাদের সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে :

فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ يَكْتُبُوْنَ الْكِتٰبَ بِاَيْدِيْهِمْ ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوْا بِهٖ ثَمَنًا قَلِيْلاً فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ اَيْدِيْهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُوْنَ ·

"সুতরাং দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা নিজ হাতে কিতাব রচনা করে এবং তুচ্ছ মূল্য প্রাপ্তির জন্য বলে—এটি আল্লাহ্র নিকট হতে এসেছে। তাদের হাত যা রচনা করেছে তার জন্য শাস্তি তাদের এবং যা তারা উপার্জন করে তার জন্যও শাস্তি তাদের।" (আল-কুরআন, ২ : ৭৯)

www.WaytoJannah.Com

ঘুষ হচ্ছে একটি হারাম জিনিস। যদিও ঘুষখোর এটাকে হারাম মনে করে না। আয়াতে ঘুষ খেয়ে ধর্মের বাণী বদলে দেওয়ার কথা বলা হলেও সকল জালিয়াতির জন্যই শাস্তি প্রযোজ্য।

ঘুষ সব সময় টাকা-পয়সা হয় না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নানান বস্তু ও বিষয় হতে পারে। এ জন্যই হাদীসের ভাষায় এটিকে বলে 'রিশওয়াহ' (رشوة) বা দড়ি। দড়ি দিয়ে কূপের ভেতর থেকে বালতি টেনে উঠাবার মত ঘুষ অন্যের হক নিজের ঘরে নিয়ে আসে। এজন্য এই প্রক্রিয়ায় তিনটি পক্ষ থাকে। রাশী (راشى) যে ঘুষ প্রদান করে, ২. মুরতাশী (مرتشى) যে ঘুষ গ্রহণ করে এবং ৩. রায়েশ (رائش) যে অনুঘটক হয়ে কাজ করে। আল্লামা সান'আনী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সুবুলুস সালাম শারহু বুলূগিল মুরাম' গ্রন্থে বলেন—'রায়েশ' বা ঘুষের ঘটক হচ্ছে ওই ব্যক্তি যে ঘুষখোর ও ঘুষদাতার মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়ে থাকে। (সুবুলুস সালাম, খ. ৪, পৃ. ১২৪)। তবে মূলপক্ষ হচ্ছে দুটি : যে ঘুষ দেয় ও যে ঘুষ খায়। তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ فِى النَّارِ ·

"ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ গ্রহণকারী দু'জনই জাহান্নামে যাবে।" (তারগীব গ্রন্থে হাদীসটি বর্ণনা করেন আবূ সালামাহ ইবন আবদুর রহমান)।

আদুল্লাহ ইবন উমর (রা) বর্ণনা করেন যে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

لَعَنَةُ اللّٰهِ عَلَى الرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ ·

"ঘুষদাতা ও গ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহ্‌র লা'নত"। (ইবন হিব্বান)

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلرَّاشِىَ ، وَالْمُرْتَشِىَ ، وَالرَّائِشَ ، يَعْنِىْ الَّذِىْ يَمْشِىْ بَيْنَهُمَا ·

"ছাওবান (রা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা) অভিশাপ দিয়েছেন ঘুষদাতা, গ্রহীতা ও উভয়ের মধ্যে যে দালালী করে বেড়ায় তাদের সকলের উপর"। (মুসনাদ ইমাম আহমদ ও তাবারানী)

ইমাম তাবারানী তার আল-মু'জাম আস্-সগীর গ্রন্থে একটি হাদীস সংকলন করেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন :

اَلرِّشْوَةُ فِى الْحُكْمِ كُفْرٌ وَهِىَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ ·

www.WaytoJannah.Com

"রিশওয়াহ বিচারের ক্ষেত্রে কুফরি। লোকেরা নিজেদের মধ্যে-এ কাজ করা সুহত।" আগেই বলা হয়েছে রিশওয়াহ অর্থ ঘুষ। তাহলে 'সুহত' অর্থ কি ? এ প্রশ্নের উত্তর পাই রাসূলুল্লাহ (সা)-এর একটি হাদীসে :

كُلُّ لَحْمٍ اَنْبَتَتْهُ السُّحْتُ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهٖ ، قِيْلَ مَا السُّحْتُ ؟ قَالَ الرِّشْوَةُ فِى الْحُكْمِ .

"যে গোশ্ত উদ্গত হয়েছে 'সুহত' থেকে তার জন্য জাহান্নামের আগুনই বেশি উপযোগী। একজন জিজ্ঞেস করলো, সুহত কী ? তিনি বললেন, বিচার বা শাসনকার্যে ঘুষ গ্রহণ।" (কানযুল 'উম্মাল, খ. ৩)

তাহলে দেখা যায় যে, ঘুষের অর্থে যে নিজে পানাহার করে এবং তার পোষ্যদের পানাহার করায় সকলের জন্যই তা খুবই মন্দ কাজ। এই ঘুষ-লালিত দেহের ইবাদত আল্লাহ্ কবুল তো করবেনই না বরং তাদের জন্য লাঞ্ছনা, আখিরাতে আগুন অপেক্ষা করছে।

ইহুদীদের দুর্গতির কারণ হিসেবে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

سَمّٰعُوْنَ لِلْكَذِبِ اَكّٰلُوْنَ لِلسُّحْتِ .

"তারা মিথ্যা শ্রবণে অত্যন্ত আগ্রহশীল এবং অবৈধ (ঘুষ) ভক্ষণে অত্যন্ত আসক্ত।" (আল-কুরআন, ৫ : ৪২)।

অপর একটি আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَتَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُوْنَ فِى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السُّحْتَ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ،

"হে নবী! আপনি (আহলে কিতাবদের) অনেককেই দেখবেন পাপে, সীমালংঘনে ও অবৈধ ভক্ষণে (ঘুষ খাওয়াতে) তৎপর। তারা যা করে নিশ্চয় তা নিকৃষ্ট।" (আল-কুরআন, ৫ : ৬২)

আয়াতে অবৈধ ভক্ষণ তরজমা করা হলেও হাদীসে এই সুহ্ত বা অবৈধ আয়কে ঘুষ হিসেবে তাফসীর করে দেওয়া হয়েছে। তবে সকল প্রকার দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত আয়ও এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

এই ঘুষের বিষয়টি পবিত্র কুরআনের একটি আয়াতে স্পষ্টতই এসেছে। বিচারের রায়কে প্রভাবিত করা এবং প্রশাসকদেরকে নিরপেক্ষতা ও ন্যায়নিষ্ঠতা থেকে আলাদা করাই যে ঘুষের মূখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তা প্রতিফলিত হয়েছে এই আয়াতে :

www.WaytoJannah.Com

وَلاَ تَأْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ،

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কিছু অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের বা প্রশাসকদের কাছে পেশ করো না।" (আল-কুরআন, ২ : ১৮৮)

এ আয়াতে 'হুক্কাম' অর্থ শাসকগণ, প্রশাসকগণ, বিচারকগণ হতে পারে। আরবী ভাষায় হাকিম বা বহুবচনে হুক্কাম শব্দটি এইসব অর্থে সমানভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কথা বুঝানো হয়েছে যাদের সিদ্ধান্তে একজনের সম্পদে অন্য কেউ অন্যায়ভাবে ভাগ বসাতে পারে। উপযুক্ত আয়াতে [وَتُدْلُوْا بِهَا] শব্দটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। এর অর্থ হচ্ছে [دلو] বা বালতি কূপে ফেলে তা টেনে উঠানো। ঠিক তেমনি ঘুষের রশিতে নিজের প্রত্যাশিত বস্তু টেনে আনা হয়। এটি রূপক অর্থে এসেছে।

এ জন্যই আল্লামা আলূসী তার তাফসীর 'রুহুল মা'আনী'তে বলেন :

اَىْ وَلاَ تُلْقُوْا بَعْضَهَا إِلَى الْحُكَّامِ السُّوْءِ عَلَى وَجْهِ الرِّشْوَةِ ،

"তোমাদের সম্পদের কিছু অংশ অসাধু বিচারক বা প্রশাসকদেরকে ঘুষ হিসেবে দিও না।"

তাফসীরে মাদারেকেও এ আয়াতে وَتُدْلُوْا بِهَا শব্দ দ্বারা ঘুষ বা রিশওয়াহ বুঝানো হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে (খ. ১, পৃ. ৭৬)। এতে প্রমাণিত হলো যে, পবিত্র কুরআনে ঘুষের বিরুদ্ধে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

আজ আমাদের দেশ দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে তালিকার প্রথম দিকে রয়েছে। এই দুর্নীতির নানা রকমফের রয়েছে। তবে ঘুষ হচ্ছে প্রধান ও সবচেয়ে ব্যাপক দুর্নীতি। ঘুষের এই ব্যাপকতা কেবল আখিরাতের জন্যই ভয়াবহ নয় ; বরং আমাদের এই সামাজিক জীবনেও দুর্ভোগের কারণ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন :

وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيْهِمُ الرِّشَاءُ إِلاَّ اُخِذُوْا بِالرُّعْبِ ،

"যে জাতির মধ্যে ঘুষ মহামারির মত দেখা দেয় তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারিত হয় এবং তারা পরাজিত হয়ে থাকে।"

www.WaytoJannah.Com

ঘুষের বিষয়টি এখন আর লুকোছাপা নেই ; তা এখন সবারই জানা। বাসে, লঞ্চে, পথে-ঘাটে মানুষ ঘুষের আলাপ করছে। আমাদের আশপাশের লোকজন তা শুনেও কোন প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না। এ রকম অবস্থার কারণেই আমরা জাতি হিসেবে ক্রমশঃ বোধহীন হয়ে পড়ছি এবং ভবিষ্যতের অজানা লানত অথবা দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি অথবা সন্ত্রাসের আরও প্রকোপ দেখে এক বিরাট ভয় আমাদেরকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু ধর্মের বাণী আজ আমাদের জীবনে বাস্তব রূপ ধরে আসলেও আল্লাহ্‌র হুকুম পালন করার প্রতি আমাদের আগ্রহ নেই, যা দুঃখজনক হলেও সত্য। এ হচ্ছে এক ভয়াবহ অবস্থা।

ঘুষ আমাদের জাতীয় উন্নয়নকে ব্যাহত করছে। ঘুষের কারণে মানুষ যোগ্যতার মূল্যায়ন পাচ্ছে না। ঘুষের চিন্তায় যখন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাথা ঘুরতে থাকে তখন হাতের কলম সিরাতুল মুস্তাকীমে চলে না। ঘুষ হচ্ছে সমাজদেহে নীরব মরণ-ব্যাধি। সকল নীতি-নৈতিকতা, সমস্ত আইন-কানুন, বিধি-বিধানকে বিধ্বস্ত করে দেওয়ার জন্য ঘুষ নামক এই নমরুদই দায়ী। এ হচ্ছে এক মরণ-ভাইরাস যা আমাদের সমাজের সকল ব্যবস্থাপনাকে নাজেহাল করে দিচ্ছে। এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে না পারলে আমাদের উপর আল্লাহ্‌র রহমত নাযিল হবে না এবং আমরাও একটি সময় অতীতের নমরূদ, ফিরাউনদের ন্যায় অভিশপ্ত জাতিতে পরিণত হব ও আল্লাহর গজবে ধ্বংস হয়ে যাব।

কাল্‌ব-এর পরিশুদ্ধির জন্য দেহ পরিশুদ্ধ থাকতে হয়। হালাল রুজি বা সৎ উপার্জনকারী আল্লাহ্‌র বন্ধু বলে রাসূলুল্লাহ (সা) ঘোষণা করেছেন : পক্ষান্তরে অসৎ উপার্জন করে অতি তাড়াতাড়ি সুখের সন্ধান করা আসলে বৃথা। অনেকেই অর্থ উপার্জনে সুবিধাজনক বিষয়ে লেখাপড়া শেষ করেই তার পেশায় এমনভাবে মগ্ন হয় যেন সে পারে তো দু দিনেই বিশাল বিত্ত-বৈভবের মালিক হয়ে যায়। লোকের সেবা করা এবং এজন্য ত্যাগী মনোভাব নিয়ে কাজ করার কোন লক্ষণই দেখা যায় না। রাসূলুল্লাহ (সা) এক হাদীসে এই তাড়াহুড়া করে অসৎভাবে উপার্জন করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন :

عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ انَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوْتَ حَتّٰى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا اَلاَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَجْمِلُوْا فِى الطَّلَبِ وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمْ اِسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ اَنْ تَطْلُبُوْهُ بِمَعَاصِى اللّٰهِ فَاِنَّهُ لاَيُدْرَكُ مَا عِنْدَهُ اِلاَّ بِطَاعَتِهِ ،

www.WaytoJannah.Com

"ইবন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন : কোন প্রাণী তার রিযিক পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কখনও মরবে না। সাবধান! আল্লাহ্কে ভয় করো এবং আবেদনে সৌন্দর্য বজায় রাখো। তোমার রিযিক ধীরগতিতে আসার কারণে তা আল্লাহ্র নাফরমানির মাধ্যমে পেতে চেয়ো না। কারণ তাঁর নিকট যা আছে তা লাভ করতে হলে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই লাভ করতে হবে।" (ইব্ন মাযাহ্)

তবে কেউ যদি অন্যের সম্পদ গ্রাস করে তবে তার পরিণতি সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَثِيْرًا ، وَاَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا .

"যারা ইহুদী ছিল, তাদের যুলুমের কারণে আমি তাদের ওপর এমন সব পবিত্র বস্তু হারাম করে দিয়েছি, যা ছিল তাদের জন্য হালাল। এছাড়াও আল্লাহ্র পথে অনেক বাধা দেওয়ার জন্য তা করেছিলাম। এবং তারা সুদ গ্রহণের কারণে—যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল, এবং অন্যায়ভাবে লোকের ধনসম্পদ গ্রাস করার জন্য। কাফিরদের মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।" (আল-কুরআন, ৪ : ১৬০-১৬১)

এমনিভাবে অসৎ উপার্জন করে গাড়ি-বাড়ি, বিত্ত-বৈভব, প্রভাব-প্রতিপত্তি লাভ করার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে জাগে এবং শয়তান এইসব অপকর্মকে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করে সামনে তুলে ধরে, এর পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ!

তাই আসুন! আমরা তাওবা করে ঘুষকে পরিত্যাগ করি, এর বিরুদ্ধাচরণ করি। একে ঘৃণা করি, একে প্রতিরোধ করি। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে তাওফীক দিন। আমীন!

www.WaytoJannah.Com

দুর্নীতি দমন কমিশন
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০২৯৩৫৩০০৪-৮, ওয়েব সাইট: www.acc.org.bd

www.WaytoJannah.Com